Vol. 36 | No. 2 | 1993

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গ্রীক গীতিকবিতা : একতান

Volume	36
Issue	2
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mobashwer Ali
Published online	February 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i2.1
Pages	1-16
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

গ্রীক গীতিকবিতা : একতান

মোবাশ্বের আলী

প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে যাবার পর গীত বা গীতিকবিতার যুগ শুরু হয়। খ্রী. পূ. সপ্তম শতকে এর সূচনা হলেও খ্রী. পূ. ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে এর বিশেষ প্রসার লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা সমান্তরালে প্রবহমান। একটি একক গীত, অপরটি সমবেত গীত বা একতান। একক গীত কবি নিজের আনন্দের জন্য লেখেন আর সেই গীত তিনি নিজে বা অপর কেউ গেয়ে থাকেন বা আবৃত্তি করেন। আলকেয়াস বা স্যাফো নিজের আবেগ প্রকাশ করেছেন গীতে আর তা এককভাবে গীত হয়ে থাকে।

অপরপক্ষে সমবেত গীত বা একতান কবি রচনা করেন বিশেষ কোন উপলক্ষে। যেমন, কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ, ফসল বোনা, কোন পবিত্র দিবস, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে। কারো সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে কোন দুঃখজনক ঘটনা অবলম্বনে কোন শোভাযাত্রা অথবা ভোজ উপলক্ষেও একতান রচিত হয়। আবার প্রতিযোগিতায় শুধু মানুষ নয়, খচ্চরের জয় উপলক্ষেও একতান রচিত হতে পারে এবং পিন্ডারের মতো কবিও খচ্চর নিয়ে দু'টি বিজয় গীত লিখেছেন। তাঁরও আগে লিখেছেন মাইমনিডেস প্রিন্স স্কপস-এর খচ্চরের বিজয় নিয়ে।

এই ধরনের কোন উপলক্ষে কবির সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি অর্থের বিনিময়ে একতান লিখে দেন আর তা একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোরাস গেয়ে থাকে। একতান ধারা সৃষ্টি হবার সাথে সাথে কবি হয়তো বিশেষ অনুরোধে বা তাগিদে লিখেছেন, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায়, কবি অর্থের বিনিময়ে লিখেছেন। মাইমনিডেস, পিন্ডার— এঁরা অর্থের জন্যই লিখেছেন। বলা যায়, এরূপ কবিতা লিখেই তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেছেন। একতান হল ফরমায়েসী রচনা।

একতানে কবিতা সংগীত ও নৃত্য এই তিনের সমাহার বা সমন্বয় ঘটে। নৃত্য সহযোগে গীত গাইতে হয়। আবার প্রতি অনুষ্ঠানে নতুন করে

গীত পরিবেশন করতে হয়। এজন্য প্রয়োজন হয় নতুন শব্দ (যে শব্দ নিছক আঞ্চলিক নয়, যার আন্তর্জাতিক রূপ আছে), নতুন সংগীত, নতুন নৃত্য—প্রতিবার। প্রথমে strophe বা চাপান, তারপর anti-strophe বা কাটান। এভাবে গীত নির্ধারিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

আবার এই গীত গ্রীসদেশের কোন বিশেষ রাষ্ট্রের মধ্যে সীমিত নয়। সমগ্র গ্রীসে, ইতালির সিসিলিতে, এমন কি সমুদ্র অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরের গ্রীক দ্বীপগুলিতে পরিব্যাপ্ত ও প্রসারিত হয়। সুতরাং, এই গীতের ভাষা আন্তর্জাতিক—কোন বিশেষ অঞ্চলের নয়।

এই গীত গাইবার জন্য কোরাসকেপ্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আর এতো জানা কথা, প্রশিক্ষণ দেয়া ব্যয় বহুল ব্যাপার। সুতরাং একতানের অনুষ্ঠান ব্যয়সাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। কোন পৃষ্ঠপোষক ছাড়া এই গীত রচনা করা সম্ভব নয়। মাইমনিডেস, পিন্ডার বা অন্য কেউ এই গীত লিখতে গিয়ে ধনী পৃষ্ঠপোষকের উপর নির্ভর করেছেন।

ফলে একক গীতের সাথে একতানের ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক. একক গীতে কবি অন্তরের আবেগ স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত করতে পারেন। কিন্তু একতানে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়— পৃষ্ঠপোষক বা তাঁর পক্ষে কেউ ফরমায়েস না দেয়া অবধি। একতানে কবি একান্তভাবে পৃষ্ঠপোষকের মুখাপেক্ষী। দুই. একক গীত কবি যেমন খুশী রচনা করতে পারেন। কিন্তু একতান নৃত্য-গীত সহযোগে গাওয়া হয় বলে এর একটি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট শিল্পরূপ গড়ে উঠে এবং সেই শিল্পরূপের মধ্যে কবিকে একতান রচনা করতে হয়। তিন. একক গীত আবৃত্তি করা বা গাওয়া হয়। কিন্তু একতান নৃত্য সহযোগে গীত হয়। সুতরাং একতান রচয়িতাকে সংগীত ও নৃত্যে পারঙ্গম হতে হয়। চার. একক গীত কাউকে শিক্ষাদানের অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু একতানে কোরাসকে কবির শিক্ষা দিতে হয়। সুতরাং, কবির এই শিক্ষাদানের মতো পটুত্ব থাকা আবশ্যক।

একতানের শ্রেণীভেদ নানাভাবে করা যায়-বিষয়ভিত্তিক, গায়ক-ভিত্তিক, গাইবার রীতি অনুযায়ী এবং নিবেদন অনুযায়ী।

এক. বিষয় অনুযায়ী ভাগ করলে একতানে আছে—আসব গীত, জন্ম গীত, বিবাহ গীত, অন্ত্যেষ্টি গীত, বিজয় গীত, সংবর্ধনা গীত, প্রশংসা গীত, লোক গীত ইত্যাদি। কোন অনুষ্ঠান বা উপলক্ষে এই গীত রচিত হয়।

দুই. গায়ক প্রকারভেদে একে বলা হয়— কুমারী গীত, বালক গীত, পুরুষ গীত।

তিন. গাইবার প্রকারভেদে একে বলা যায়-মার্চ গীত, মিছিল গীত, দণ্ডায়মান গীত, নৃত্য গীত। মার্চ করে গাইলে হয় মার্চ গীত-যেমন বাংলা সাহিত্যে নজরুলের 'অগ্র-পথিক'। শোভাযাত্রা সহকারে গাইলে হয় মিছিল গীত-যেমন নজরুলের 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার'। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাইলে হয় দণ্ডায়মান গীত। আর নৃত্যসহযোগে গাইলে হয় নৃত্যগীত। বলতে হয়, নৃত্য গীতে ঘটে একতানের চরম পরাকাষ্ঠা।

চার. একতান কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত। কোন দেবতার বা দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত সেদিকে লক্ষ রেখেও এর নামকরণ করা হয়। যেমন, এপোলোর উদ্দেশে নিবেদিত হলে এই বন্দনাগীতকে বলা হয় পীতজান, ডায়োনিসাসের উদ্দেশে হলে ডিথিরাম্ব, এথেনা দেবীর উদ্দেশে হলে পার্থেনিয়া। এ ছাড়া আরও অন্যান্য দেব-দেবী— এমন কি স্থানীয় দেব-দেবীর উদ্দেশে একতান নিবেদিত হতে পারে।

দুই

আলেকজান্দ্রিয়ার বৈয়াকরণিকেরা প্রাচীন গ্রীসে নয়জন গীতিকবির নাম উল্লেখ করেছে। এঁরা হচ্ছেন আলকম্যান, আলকেয়াস, স্যাফো, স্টেসিকোরাস, ইবিকাস, আনাক্রেয়ন, মাইমনিডেস, পিন্ডার ও বাকসিলিডেস। এঁদের মধ্যে আলকেয়াস, স্যাফো ও আনাক্রেয়ন একক গীতিকবি।

সমবেত গীত বা একতান রচনার ক্ষেত্রে আলকম্যানকে পূর্বসূরীর মর্যাদা দিতে হয় (৬০০ খ্রী. পূ.)। খ্রী. পূ. সপ্তম শতকের এই কবিকে নিয়ে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে— প্রাচীনকালের প্রায় সকল কবির মতোই। তাঁর পূর্ব পুরুষ নাকি লিডিয়া থেকে এসেছে। তিনি যুদ্ধবন্দী হয়ে ক্রীতদাসরূপে স্পার্টাতে আসেন এবং কবিতা রচনা করে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মুক্তি লাভ করেন। অবশ্য এই সকল কাহিনীর কোন ভিত্তি নেই। তবে এ যথার্থ যে, তিনি স্পার্টাতে বসে কবিতা রচনা করেন।

একক গীতিকবিদের সাথে তাঁর বেশ সাদৃশ্য মেলে। আলকেয়াস ও স্যাফোর মতোই তিনি কবিতায় নিজের কথাই বলেছেন-কোরাস হয়েছে

তাঁর প্রকাশের একটি মাধ্যম মাত্র। তাঁর কবিতা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি একজন সজ্জন ব্যক্তি, অমায়িক, নতুন পরিবেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-ভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। আবার তিনি লঘু চিত্ত; তাই জীবনে কখনো সিরিয়াস নন।

তাঁর প্রেমমূলক কবিতায় ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ দেখে পরবর্তীকালে তিনি প্রেমমূলক কবিতার জনক বলে পরিচিত হয়েছেন। তিনি স্যাফোর মতোই লিখেছেন আঞ্চলিক ভাষায়। পরবর্তীতে একতানের ভাষা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

বলা হয়েছে, তিনি ব্যক্তিগত আবেগকে কোরাসের আঙ্গিকে রূপ দিয়েছেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর একটি পার্থেনিয়ন অর্থাৎ মেয়েদের জন্য কোরাস গীত আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি স্পার্টার স্থানীর দেবী অরথিয়া-র সম্মানে রচিত। এর মধ্যে কোরাসের মতো চাপান ও কাটান (strophe ও anti-strophe) আছে। তিনিই প্রথম কোরাসের সংখ্যা নির্ধারণ করেন। তাঁর মধ্যে কোরাসের সংখ্যা এগার। কোরাসের আছে একজন পরিচালক। সাধারণ উৎসব উপলক্ষে এটি রচিত নয় বরং এর মধ্যে একটি পারিবারিক পরিবেশ ফুটে ওঠে। দেখা যায়, কোরাস একে অপরকে ঠাট্টা-তামাশা করছে। কোরাসের পরিচালক (পরিচালিকা)-এর সৌন্দর্যের তুলনা করা হয়েছে অপর এক সদস্যের (সদস্যার) সাথে। তিনি এপোলা স্মরণে লিখেছেন পীঅ্যান, তাছাড়া স্তোত্র, বিবাহ-গীত, মিছিলের গান ইত্যাদি।

এরিয়ন (৬০০ খ্রী. পূ.) প্রাচীনকালের প্রায় কবির মতো করিন্থের এই কবিকে নিয়েও নানা কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। তিনি সমুদ্রে জলদস্যুদের কবলে পড়েন এবং আসন্ন মৃত্যুর অনতিপূর্বে গান গেয়ে ওঠেন। ডলফিনরা তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পিঠে করে এক পর্বতে নিয়ে যায়। অলৌকিক-ভাবে তিনি মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে যান।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা এই যে, তিনি ডিথিরাম্যমকে একটি শিল্পশোভন রূপ দেন। তাঁর আগে ডিথিরাম্যম শুধু মিছিল করে গাওয়া হত। তিনিই প্রথম ডিথিরাম্যমে কোরাসের অবস্থান নির্ধারিত করেন। তিনি স্থির করলেন, কোরাস ডায়েনিমসের বেদীর চারপাশে গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য গীত করবে। আবার তিনিই প্রথম কোরাসের সাজ-সজ্জা নির্ণয় করেন। তাঁর নির্দেশেই কোরাসকে স্যাটাররূপে সজ্জিত করা হয়। কোরাসের অবস্থান এবং সাজ-সজ্জা নির্ধারিত করার ফলে গ্রীক সাহিত্যে

কোরাসের মধ্যে দারুণ সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর অব্যবহিত পরেই গ্রীক নাটকের মধ্যে তা লক্ষ করা যায়।

প্রথম দিককার একতান রচয়িতার মধ্যে টিসিয়াস শ্রেষ্ঠ। আর এই শ্রেষ্ঠতার দরুণ তাঁর নাম দাঁড়িয়ে যায় স্টেসিকোরাস বা কোরাস স্থাপক (Chorus Selter) আর এই নামেই তিনি পরিচিত।

আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর কবিতাবলীর ২৬টি খণ্ডের সন্ধান মেলে। প্রাচীনকালে তাঁর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয়েছে। মহাকাব্যের আধারে তিনি একজন গীতিকবি—বাংলা কাব্যে মধুসূদনের মতো। তিনি গীতিকবিতায় মহাকাব্যের বিস্তৃতি এনেছেন। সেজন্য তাঁর কবিতাকে বলা হয় epic lyrics.

তিনি বীরদের অভিযান নিয়ে দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কবিতা বা গীত লিখেছেন। ত্রিদেহ বিশিষ্ট জারিয়ন (Geryon) নিয়ে দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কবিতা জারিয়নিস্ (Geryonis), পেলিয়াসের অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে খেলাধূলা স্কাইল্যার গল্প, য়ুরোপার ধর্ষণ, ইরিফিলির (Eriphyle) দুঃখজনক কাহিনী, ট্রয়ের যুদ্ধের অনেক ঘটনা- যেমন আগামেমননের প্রতিহিংসা ও মৃত্যু, হেলেনকে নিয়ে ২টি কবিতা লিখেছেন। এ-সকল দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কবিতা গীতিরসে আপ্লুত।

যথার্থ বলতে, এগুলো মহাকাব্য হয়নি, আবার ঠিক গীতিকবিতাও নয়। তবে গীতিকবিতার বর্ণনাত্মক, মহিমময় ও অতি দীর্ঘ রূপ দেয়াই সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর বড় অবদান। তাঁর কবিতা আয়তনে বা আকৃতিতে অতিকায়। অরেস্টিয়া দুই খণ্ডে, ট্রয়ের পতনও দুই খণ্ডে রচিত হয়েছে।

যে-সকল গাথা অবলম্বনে তাঁর কবিতা রচিত সেই সকল গাথা কবির স্বকীয় বোধ বা বিশ্বাস থেকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। যেমন হেলেন। একবার তিনি হেলেনকে নিয়ে কবিতা লেখেন, বারবার অন্ধ হয়ে যান। এরপর তাঁর ধারণা হয় হেলেনের প্রতি অসম্মানজনক রচনার জন্যে তাঁর এই দশা। অনুশোচনা থেকে তিনি হেলেনের কাহিনীর নবরূপ দেন—

ঐ কাহিনী কখনো সত্যি নয়—
তোমার পা কখনো জাহাজে পা দেয়নি,
অথবা ট্রয়ের চূড়া অতিক্রম করেনি।

পূর্বমতবর্জিত লেখার দরুণ তিনি নাকি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। বলা হয়, তিনি গীতধর্মী হোমার আর তাঁর বীণা মহাকাব্যের ওজন বহন করছে। প্রায়

সমসাময়িক কবি সাইমনিডেস তাঁকে হোমারের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি সক্রেটিসেরও শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। এরিসটোফিনিস আর সকল নামকরা লেখক-ভাবুক নিয়ে যেমন, তেমনি তাঁকে নিয়েও ঠাট্টা-তামাশা করেছেন। সে আমলে তাঁর তিনটি চরণ কারো জানা না থাকলে তাকে মূর্খ বলে অভিহিত করা হত। সে-আমলের সকল কবি তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তিনি গাথার যে তাৎপর্য দিয়েছেন তা-ই গৃহীত হয়েছে। আবার মৃৎ-শিল্পেও এর ছাপ পড়তে দেখা যায়। এর থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি একজন উঁচু দরের সৃজনশীল শিল্পী।

আবার তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি কবিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করেন নানা গাথার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ও উপেক্ষিত অংশের মধ্যে সৌন্দর্যের আলোকপাত করে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ তাঁর বড় অবদান। কিছুকাল পর য়ুরিপিদেসও নাটকের ক্ষেত্রে এই কাজটি করেছেন। গাথার তুচ্ছ বিষয়ও নাটকের উপজীব্য হয়েছে।

তিন

মধ্যকালের একতান কবিদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য ইবিকাস। আলকেয়াস ও স্যাফোর মতোই তিনি রচনা করেছেন প্রেমের কবিতা। তবে তাঁদের সাথে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, তাঁরা লিখেছেন একক গীতি আর তিনি একতান। তাঁর কবিতায় আছে সৌন্দর্য ও সুষমা। গোলাপ, ভায়োলেট— এই ধরনের আরো ফুল নিয়ে তিনি এক স্বপ্নময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কবিতা প্রথমে সরল হলেও ধীরে ধীরে অলংকারবহুল, জাঁকজমকপূর্ণ ও শিল্পমণ্ডিত হতে শুরু করে। শিল্পের পূর্ণরূপ লক্ষ করা যায় পিন্ডারের মধ্যে।

সাইমনিডেসের সময়কাল ৫৫৬-৪৬৮ খ্রী. পূ.। প্রাচীনকালে কবিদের মতো কিয়স-এর এই কবিকে নিয়েও অনেক গুজব আছে। যেমন, তিনি ভাঙ্গা জাহাজ থেকে আশ্চর্যভাবে পালিয়ে গেছেন, প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে পড়ে আলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গেছেন, এই সব। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও চরিত্র বহু মাত্রিক। তিনি অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছেন, অনেক কিছু দেখেছেন। পশ্চিম গ্রীসে স্টেসিকোরাসের স্বদেশবাসী কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছেন, পরবর্তীতে এথেন্সে হিপ্পারকুস-এর দরবারে আসন পেয়েছেন। এখানে গীতিকবি আনাক্রেয়ন-এর সাথে তাঁর বন্ধুতা এবং পিন্ডারের শিক্ষক

লেসস-এর সাথে বৈরিতা হয়। পারস্য যুদ্ধকালে এথেন্সের রাজনীতিক নেতা থেমিসটোক্লিস, মিলটিয়াডেস প্রমুখের সাথে হৃদ্যতা ঘটে। তিনি গ্রীসের স্বাধীনতাকামীদের সাথে একাত্মবোধ করেন। তিনি থেমিলিতে প্রিন্সের দরবারেও বাস করেন, এক সময় এশিয়াতেও ভ্রমণ করেন।

জীবনের শেষে ঈস্কিলাস ও পিন্ডারের সাথে তিনি সাইরাকুসে হীরোর দরবারে বাস করেন—সাথে ভাইপো রাকসিলিডেস। সেখানেই তাঁর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। হীরোর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মৃত্যুতে হীরো তাঁকে রাজকীয় অন্ত্যেষ্টি দেয়।

তিনি অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং গ্রীসের আন্তর্জাতিক কবি। তিনি একই সাথে কতিপয় টাইপান্টের বিশ্বাসভাজন, আবার এথেনিয় গণতন্ত্রের সমর্থক হয়ে ওঠেন। সিসিলিতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রীসের দুই ক্ষমতাশালী প্রিন্স—গেলো ও হীরো—এঁদের মধ্যে সমঝোতা করে দেয়ার জন্যে।

ত্রিশ বছর বয়স থেকে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি জীবনের শেষে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। সমসাময়িক সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তিনি ভলতেয়ারের সাথে তুলনীয়—বাগবৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে। তিনিই প্রথম কবি যিনি কবিতা লিখে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তিনি কবিতা লিখেছেন অর্থের বিনিময়ে। এ-কারণে তিনি অর্থলোভী বলে বিবেচিত হয়েছেন। আসলে, তাঁকে একজন ভাল ব্যবসায়ী বলে অভিহিত করা যায়—কবিতা-ব্যবসায়ী।

তাঁর সময় থেকে একতান রচনার একটা নিয়ম বা প্রথা দাঁড়িয়ে যায়। আর তা হলো: কেউ কোন উৎসবে প্রয়োজন বোধে কবিতা লেখাতে চাইলে কবির কাছে আসবেন। প্রয়োজনীয় তথ্য ও অর্থ সরবরাহ করলে কবি বাকী কাজটুকু করবেন। শুধু কবিতা লেখবেন না, কোরাসকেও শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে দেবেন। কবি হবেন কোরাস-শিক্ষক।

একতান লিখে সকল ধরনের খদ্দের সন্তুষ্ট করার মতো প্রতিভা তাঁর দেখা যায়। বিচিত্র বিষয়ে ও ধরনের তিনি কবিতা লিখেছেন—জয় সংগীত, স্তোত্র, এপিগ্রাম, ডিথিরাম, এথেনা দেবী স্মরণে পার্থেনিন ইত্যাদি। তিনটি নতুন ধরনের গীত তাঁর বিশেষ অবদান—(১) অন্ত্যেষ্টি গীত—কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে রচিত; (২) প্রশংসা গীত—কোন জীবিত ব্যক্তির প্রশংসা করে রচিত; (৩) বিজয় গীত—বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে বা ক্রীড়া অনুষ্ঠানে রচিত।

বিজয় গীত শুধু মানুষ নয়, খচ্চর নিয়েও লেখা হতে পারে। প্রিন্স স্কপস-এর খচ্চরের বিজয়-উৎসব নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। খচ্চর নিয়ে লেখা কবিতা কবিকে অমর করে না। তবু, গিলবার্ট মারে বলেছেন— 'It is a song in itself beautiful and interesting, into which the poet is paid to introduce in reference if the unuleo their master'. তাঁকে বলা যায়, পারস্য যুদ্ধের কবি। স্বাজাত্যবোধ থেকে তিনি লিখেছেন এলিজি, এপিগ্রাম। এথেন্সের দুর্ভাগ্যময় দিনগুলিতে তিনি কবিতা লিখেছেন আর এই সকল হয়ে উঠেছে মহিমময়। তিনি থার্মপলি, ম্যারাথন, সালাসিস, প্লাটিয়ার ওপর এপিগ্রাম রচনা করেছেন। এই সকল কাবিতা উৎসাহিত করেছে পেরিক্লিস, ডেমসতেনিস প্রমুখ রাষ্ট্রনেতাকে। যোদ্ধারা দৃঢ়চিত্তে সংকটের মোকাবিলা করেছে, আর এই সকল কবিতা আবৃত্তি করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে। থার্মপলিতে যাদের মৃত্যু হয়েছে সেই সকল শহীদের স্মরণে লিখেছেন এপিটাফ।

চার

একতান কবিতার ক্ষেত্রে গ্রীক সাহিত্যে পিন্ডারের স্থান শীর্ষে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একক গীতিকবিতায় যেমন স্যাফো তেমনি তিনি একতানে চরম পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। ল্যাটিন সমালোচক কুইন্টিলিয়ান (৩০-৯৬ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'by far the chief of all lyrist'.— গ্রীক সকল গীতিকবির মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তাঁকে নিয়ে আলোচনা করার সুবিধে এখানে যে তাঁর বহু রচনার সন্ধান মেলে— যেখানে আলকেয়াস বা স্যাফোর রচনা আমাদের কাছে খণ্ডাকারে এসে পৌঁছেছে মাত্র। আবার তাঁর জীবনী সম্পর্কেও বহু তথ্য ঐতিহ্য সূত্রে অবগত হওয়া যায়। অপরপক্ষে আলকেয়াস বা স্যাফোর জীবনের বহু তথ্য আজও অনাবিষ্কৃত।

থীবীসের অন্তর্গত বোয়েটিয়ার এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম (৫২২ খ্রী. পূ.)। স্বভাবতঃ অভিজাতদের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। স্পার্টা ও থেরার অভিজাত পরিবারগুলির সাথে যোগাযোগের জন্য তিনি গর্বিত। অভিজাত পরিবারে জন্মাবার ফলে সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা তাঁর পক্ষে সহজ হয়।

বালক বয়সে তিনি সংগীতে প্রতিভার পরিচয় দেন। বীণা ও বাঁশি বাজাতে শেখেন ছেলেবেলায়। কিন্তু সমবেত গীত রচনা করতে হলে রীতিমতো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন— বিশেষ করে নৃত্যে। আর বাবার কাছে মনোনত অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেই বাবা তাঁকে গ্রীসের সংস্কৃতির পীঠস্থান এথেন্সে পাঠিয়ে দিলেন। এথেন্সে তিনি লেস্যাস -এর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। উঁচু দরের কবি হবার বাসনায় তিনি চেষ্টার কোন কসুর করেননি। কবিতা বা গীত রচনাকে তিনি একটি ধর্মীয় ব্রত রূপেই গ্রহণ করেন। মিউজের দেবতা এপোলো। সুতরাং গীত রচনা করলে এপোলোরই বন্দনা করা হয়—এই হল তাঁর বিশ্বাস। এই সূত্রে উল্লেখ্য, তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং দেব-দেবীদের প্রতি তাঁর অচল ভক্তি।

থেসিলির এক সভ্রান্ত পরিবারের একজন সদস্য পিথিয় উৎসবে জয়লাভ করলে তাঁকে বিজয় গীত লিখতে দেয়া হয়। এরপর থেকে সারা গ্রীসে তাঁকে নিয়ে বিজয়-গীত লেখানোর হিড়িক পড়ে যায়। প্রাচীনকালে তাঁর কবিতাবলীর ১৭টি খণ্ডের সন্ধান মেলে। তিনি নানা ধরনের গীত রচনা করেছেন — বিজয় গীত, এথেনা দেবীর স্মরণে গীত, মিছিলের গান, স্তোত্র, স্তুতিমূলক কবিতা, আসর গীত, অন্ত্যেষ্টি গীত, ডিথিরাম্ব অর্থাৎ ডায়োনিসাস স্মরণে কবিতা বা গীত। তিনি ভোজ নিয়ে, এমন কি খচ্চর নিয়েও কবিতা বা গীত লিখেছেন।

কিন্তু আফসোসের বিষয়, তাঁর জয় বা বিজয়মূলক গীত ছাড়া অপর কোন গীত আমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি। তবে সান্ত্বনার বিষয়, তাঁর সকল রচনার মধ্যে বিজয় সংগীত শ্রেষ্ঠ এবং এগুলি তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচয় বহন করে।

গ্রীস দেশে প্রাচীনকালে চারটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রচলন দেখা যায়—অলিম্পিয়ায় অলিম্পিক, করিন্থে ইসথ্‌মিয়ান, ডেলফিতে পিথিয়— এপোলো স্মরণে, আর্গোলিসে নেমিয়ান। এই সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সংগীত শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে বিচিত্র ধরনের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হত। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার, শুনলে অবাক মনে হবে, অলিভ গাছের ডাল বা পাতা। অথচ বিজয়ের গৌরব কবিতার মাধ্যমে অমর করে রাখার প্রয়াস থেকে বিজয়ী বা তার পক্ষ থেকে কেউ কবির কাছে আসেন কবিতা লেখার অনুরোধ নিয়ে। অর্থের বিনিময়ে কবি কবিতা লেখেন। আর এইটে একটি রীতি বা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে যায়।

অনুরুদ্ধ হয়ে পিন্ডার লিখেছেন বিজয় গীত। বিজয় গীত রচিত হয়েছে মল্লযুদ্ধ বিজয়ী, অশ্বদৌড় বিজয়ী, রথদৌড় বিজয়ী, এমন কি দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে নিয়েও। বিজয়মূলক গীতকে বলা হয় epinilcian ode.

বিশ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন পিথিয় গীত। ড্রাগন পাইথো থেকে পিথিয় শব্দটি এসেছে। এপোলো ড্রাগন পাইথোকে হত্যা করলে তাঁর বিশেষণ হয় পিথিয়। গ্রীসের চারটি ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মধ্যে পিথিয় ক্রীড়া অনুষ্ঠান অন্যতম। আর এটি অনুষ্ঠিত হয় ডেলফিতে— যেখানে এপোলোর মন্দির। Thraox-এর অনুরোধে তিনি Hippodeas-এর বিজয় গীত রচনা করেন। বিজয়ীর সাথে তিনি এপোলোরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

বলা হয়েছে, তিনি এপোলোর একজন ভক্ত এবং এপোলোর জন্য তাঁর বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। জীবিত কালে এপোলোর মন্দিরে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আবার মৃত্যুর পরও তাঁর প্রেত প্রতি বছর আমন্ত্রিত হয়েছেন দেবতার সাথে ভোজের জন্যে।

২৮ বছর বয়সে তিনি ৬ষ্ঠ পিথিয় গীত লেখেন। এর মধ্যে একজন রথীর বিজয়-মহিমা কীর্তিত হয়েছে। সেই রথী হল Throsybulce. একই সময়ে তিনি দ্বাদশ পিথিয় গীত লেখেন মিডাস-এর বংশীবাদনায় বিজয়ের প্রশংসা করে। চার বছর পর রচিত হয় ৭ম পিথিয় গীত রথদৌড় মেগাক্লিস (Megacles)-এর বিজয় প্রশস্তি করে। গ্রীস দেশে অলিম্পিক সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। মল্লযুদ্ধে এজসিডামিস (Agesidames)-এর বিজয় প্রশস্তি করে তিনি দশম অলিম্পিক গীত রচনা করেন। এটা খুব সংক্ষিপ্ত বলে একাদশ অলিম্পিকেও বিজয়ীকে প্রশংসা করা হয়।

এই সকল গীত যেমন বিজয়ীদের তেমনি যে নগরীতে তাদের জন্ম সেই নগরীর জন্যও সম্মান বয়ে আনে। এর থেকে সুস্পষ্ট যে, অলিম্পিক দেবতারা বিজয়ী ও তার দেশের প্রতি প্রসন্ন। সুতরাং কবির ধর্মীয় কর্তব্য হল এই অনুষ্ঠানের মহিমা কীর্তন করা।

ম্যারাথনে এথেনিয়রা পারসীকদের পরাভূত করে। প্রথমে তিনি ভাবলেন, ম্যারাথনে এমন এক রাষ্ট্রের জয় হয়েছে যে-রাষ্ট তাঁর জন্মভূমি থীবীসের সাথে অনবরত যুদ্ধরত এবং যে-রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর বিদ্বেষভাব রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এথেনিয় গণতন্ত্রের যথার্থতা উপলব্ধি করতে

সমর্থ হলেন, যদিও তিনি মনে-প্রাণে একজন অভিজাত এবং জনসাধারণ ও জনতার জন্যে তাঁর হেয় ভাব রয়েছে। এই পরিবর্তিত মনোভাব নিয়ে তিনি একটি ডিথিরাাম-এ এথেন্সকে অভিহিত করেছেন হেলাসের নগরদুর্গ বলে। এথেন্সের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

O shining white and famed in song and violet-wreathed,
Fortress of Hellas, glorius Athens, city of God.

তিনি এথেন্সের Proxenos পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং সেবার জন্যে এক হাজার drachmas তাঁকে পুরস্কার দেয়া হয়। এই পুরস্কারের দরুণ থাবীসের লোকেরা তাঁকে শাস্তি স্বরূপ জরিমানা করলে এথেন্স স্বেচ্ছায় জরিমানার টাকা দিয়ে দেয়।

চল্লিশ বছর বয়সে তিনি সমগ্র গ্রীসের কবি-রূপে স্বীকৃতি পেলেন। সমুদ্র অতিক্রম করে গ্রীক কলোনীগুলিতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সিসিলি যান এবং সিসিলির বিজয়ীদের জন্য ৪০টি গীত রচনা করেন। তিনি সাইরাকুসের টাইর‍্যান্ট হীরোর সম্মানে কয়েকটি গীত লেখেন।

তাঁর বিজয় গীতে সিসিলির পরেই এজিনা-র স্থান। এজিনার জন্য তাঁর গভীর আবেগ কয়েকটি কবিতায় সুস্পষ্ট। এজিনা ব্যতীত আর্নাস, লকরিস (Locris), ক্রনিথ, এথেন্স ইত্যাদি স্থান নিয়ে তিনি গীত লিখেছেন। সম্ভবতঃ এই সকল স্থানে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, কারণ ঐসকল স্থানের শারীরিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে তাঁর গীতে।

তাঁর কবি-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় রচিত হয় চতুর্থ পিথিয় গীত। সমালোচকদের অভিমত— এটি কবির শ্রেষ্ঠ গীত। এটি সাইরিনির রাজা আরকেসিলাস-এর পিথিয় রথদৌড় বিজয়ের সম্মানে রচিত। দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে গভীর শব্দসম্ভারে, বর্ণনা চমৎকার। কল্পনার ঐশ্বর্যে অথচ স্পষ্টতা ও বাস্তবতায় এটি প্রাচীন ও আধুনিক কালের একটি শ্রেষ্ঠ গীত।

তাঁর কবি-জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে বলা যায়, ৬৫ বছর থেকে মৃত্যু অবধি। এ সময় রচিত হয় ৫ম ও ৯ম অলিম্পিক গীতএবং ষষ্ঠ ইসথিমিয় গীত। বয়স হলেও তাঁর কবি-শক্তি ও কল্পনা-শক্তি অটুট থাকে।

তিনি বিজয় গীত ছাড়াও নানা ধরনের গীত লিখেছেন। সেগুলো লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে সুখের বিষয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিজয় গীতগুলো এখনও টিকে আছে। তাঁর ৪৪টি বিজয় গীত আমাদের কাছে এসে পৌছেছে—১৪টি

অলিম্পিয়, ১২টি পিথিয়, ১১টি নিমিয়, ৭টি ইসথিমিয়। অলিম্পিয়ানরা জিউসকে, পিথিয়ানরা এপোলোকে, নিমিয়ানরা জিউসকে এবং ইসথিমিয়ানরা পসিডনকে সম্মান করে। এই সকল গীত সমগ্র গ্রীসকে এক সূত্রে গ্রথিত এবং প্যান-হেলেনিক সেন্টিমেন্ট উদ্দীপ্ত করে তোলে। অলিম্পিয়া ইত্যাদি আন্তর্জাতিক উৎসবে বিদেশীরা এবং দূর দেশ থেকে দর্শকরা এসে খেলাধূলা দেখে, কবিতা গান শোনে, নৃত্যকলা উপভোগ করে, চিত্রকলা-ভাস্কর্য-মৃৎপাত্র শিল্প দেখে।

এই সকল আন্তর্জাতিক উৎসবে তাঁর বিজয় গীত শোনার জন্যে দারুণ আগ্রহ দেখা যায়। বিজয়ী গীত লেখার জন্য তিনি অর্থ গ্রহণ করেছেন। তবু কাউকে নিছক তারিফ করার জন্যে তিনি বিজয় গীত লিখতে বসেননি। বরং তিনি বিজয়ীর প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে সংকোচ বোধ করেননি। তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ আছে, তিনি অর্থ পেয়ে বা অর্থ-লালসায় বিজয়ীর অযথা তারিফ বা খোশামোদ করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ যথার্থ নয়।

তিনি কখনো ভুলেননি কোন রাজ্যে রাজার যে সম্মান, কবিতার জগতেও তাঁর সেই সম্মান। সুতরাং, তিনি রাষ্ট্রপতি, টাইর‍্যান্ট বা রাজার সাথে নিজেকে সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচনা করেছেন। সুতরাং বিজয়ীকে তিনি অনায়াসে হিতোপদেশ দিতে পেরেছেন। প্রথম অলিম্পিক গীতে টাইর‍্যান্ট হীরোকে সংকেত দিয়েছেন ঘৃণ্য টান্টালাস এবং তার পুত্র পেলপমের মধ্যে নির্বাচনের জন্যে।

বিজয়ীরা নিজেদের কীর্তি-কাহিনী রঙ্গ-মঞ্চে গীত হতে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি একটা কথা বলতে ভুলেননি, জীবন সংক্ষিপ্ত আর তূর্যনিনাদ চলমান দৃশ্য। তিনি নিজে সংযম ও মিতাচারের পক্ষপাতী। তাই চেয়েছেন বিজয়ীরা যেন সুগুণাবলী অর্জন করে। তাঁর দৃষ্টিতে হেরাক্লিস শ্রেষ্ঠ বীর। কেননা, হেরাক্লিসের জীবন সংগ্রামমুখর এবং ত্যাগের মহিমায় পরিপূর্ণ। এ ধরনের জীবন যাপন করলেই দেবত্বের অধিকারী হওয়া যায় এবং বিজয়ীদের কাছে এই ধরনের জীবন কাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত।

এই সূত্রে তাঁর গীতের আঙ্গিক সম্পর্কে বলা যেতে পারে। প্রতিটি গীত তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত— (১) কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর জয় কীর্তন; (২) বিজয়ের ঘটনার সাথে কোন ভাবে সম্পর্ক যুক্ত একটি পৌরাণিক কাহিনী; (৩) কবির নৈতিক বা দার্শনিক অভিমত। এই তিনটি

বিষয় তাঁর গীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, ১ম অলিম্পিক গীত। বলা হয়েছে, এটি সাইরাকুমের টাইর‍্যান্ট হীরো-র উদ্দেশে রচিত। প্রথমে আছে হীরো ও তার বিজয়, তারপর পৌরাণিক প্রসঙ্গ—ওনমাকুস (OENOMACUS)-এর বিরুদ্ধে পেলপমের রথদৌড়, সবশেষে আছে সাধারণভাবে কবিতা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা এবং বিশেষভাবে নিজের কবিতা নিয়ে।

তাঁর একতানের উৎস হল মহাকাব্য। তিনি মহাকবিদের নিকট হতে প্রচুর পরিমাণে পৌরাণিক কাহিনী ও গাথা গ্রহণ করেছেন। মহাকাব্য মূলত বর্ণনামূলক এবং তাঁর গীতগুলোও বর্ণনাত্মক। অথচ ব্যক্তিগত বা একক গীতিকবিতাতে এই ধরনের বর্ণনার পরিচয় মেলে না।

তাঁর সাথে একদিকে হোমার অপরদিকে হেমিয়ড–এর সাদৃশ্য মেলে। হোমারের মহাকাব্য দীর্ঘ বর্ণনাত্মক এবং হেমিয়ডের কাব্য নীতিমূলক। তাঁর কবিতা বা গীত একই সাথে বর্ণনাত্মক ও শিক্ষামূলক। এমন কি, বিজয়মূলক কবিতায় প্রশস্তি গাইতে গিয়েও তিনি নীতিশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতাকে বলা চলে, মহাকাব্য, নীতিশিক্ষা ও একক গীতের সমন্বয়।

তবে আলকেয়াস ও স্যাফো এই দু'জন একক গীতিকবির সাথে তাঁর মূলগত ব্যবধান রয়েছে। আলকেয়াস ও স্যাফো যখনই অনুভব করেছেন তখনই তাঁদের আবেগ প্রকাশ করেছেন—কবিতা লিখতে বসে গেছেন। অথচ তিনি একতান রচনা করবেন বলে তাঁকে পৃষ্ঠপোষকের অপেক্ষা করতে হয়েছে। সুতরাং, একক গীতিকবিতায় আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ যে-ভাবে ঘটে একতানে সে-ভাবে আবেগের প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁকে সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তিনি যথার্থ প্যান-হেলেনিক কবি; তাই বিশেষ রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র গ্রীসের হয়ে উঠেছেন। কোন বিশেষ রাষ্ট্র নয়, সমগ্র গ্রীসের নাগরিক তিনি। তাঁর যখন জন্ম তখন গ্রীসের অভিজাতদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটছে। অথচ গণতন্ত্র বা জনসাধারণের জন্যে তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। তিনি হলেন অভিজাততন্ত্রের শেষ প্রতিনিধিমূলক কবি এবং অভিজাততন্ত্রের মূল্যবোধ তিনি সব সময় উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর প্রতিটি গীতে আছে অভিজাততন্ত্রের আদর্শ : 'physical perfection which evolves mysteriously the sense of spiritul perfection'.— অর্থাৎ শারীরিক পূর্ণতা যা অলৌকিকভাবে জাগিয়ে তোলে

আধ্যাত্মিক পূর্ণতা— তিনি বিজয়ীর মধ্যে দেখতে চেয়েছেন দেহ ও আত্মার সমন্বয়।

তিনি মানুষের বীরোচিত কার্যাবলীকে অমর করে রেখেছেন। বর্তমানের বীরের সাথে অতীতের বীরকে এনেছেন এবং অতীতের বীরের আলোকে বর্তমানের বীরের জীবন আলোকিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

তিনি দেবতাদের খুব নিকট দেখতে চেয়েছেন। দূর অতীতে দেবতারা ক্যাডসাস ও হারলেনিয়ার বিয়েতে, পেল্যুস ও থেটিস -এর বিয়েতে যোগ দিয়েছে। তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছেন দেবতারা যেন এখনও এই সব বিয়েতে যোগ দেয়। কিন্তু ধর্ম-প্রাণ পিন্ডার নশ্বর মানুষ এবং অমর দেবতাদের মধ্যে ব্যবধান ভুলতে পারেননি। অথচ নিমিয় গীতে আছে,—

মানুষ আর দেবতা একই গোত্রভুক্ত,
আর একই মাতৃ গর্ভজাত হয়ে ফেলছি নিঃশ্বাস
কিন্তু ক্ষমতা এনেছে উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান;
কেননা এক হল একেবারে নঞর্থক,
অথচ অপর লাভ করেছে দূরে নভোমণ্ডলে বাসস্থান
অনন্তকালের মতো অপরিবর্তনীয় আবাসভূমি।

—মানুষ নশ্বর আর দেবতারা অমর। দেবতারা সুখী জীবন-যাপন করে। মানুষ দেবতাদের মতো কখনো সুখের প্রত্যাশা করতে পারে না।

তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনে। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ পুরস্কৃত হবে অথবা শাস্তি লাভ করবে তার গুণ অনুযায়ী। তাঁর একটি শোক-গাথায় আছে :

But the souls of the profane
Far from heaven removed below,
Flit on earth in muderous pain
'Neath unyielding yoke of woe;
While pious spirits tenanting the sky
chant praises to the mighty one on high.

একটি পিথিয় গীতে তিনি মানব জীবনের শান্ত সংগীত গেয়েছেন :

মানুষকে আনন্দ দেয়ার মতো সময় অতি সংক্ষিপ্ত
ফুল ফুটে উঠতে না উঠতেই ঝড়ে পড়ে নিয়তির চক্রান্তে।

একদিনের বিষয়। আমরা কী—আমরা কী নই।
মানুষ স্বপ্নের ছায়া মাত্র।
কিন্তু যখন ঈশ্বর দান করেন ঐশ্বর্য
দেখা দেয় উজ্জ্বল দীপ্তি
মানুষের জীবন হয়ে ওঠে আনন্দ ঘন।

তিনি মহিমা ও দীপ্তির উপাসক। তিনি কবিতার মধ্যে এনেছেন আলো আর উজ্জ্বল দীপ্তি। তিনি কবিতায় এক অতুলনীয় গীত সৃষ্টি করেছেন, যা ভাষান্তরিত করা কখনও সম্ভব নয়। সকল কবির মধ্যে তাঁর কবিতা একান্তভাবে সংগীতধর্মী। এই সংগীত পাখির কাকলী নয়, এই সংগীতের ভিত্তি হল অবয়ব,— যা সুষমতার মৌল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে আছে ভারসাম্য বা প্রতিসাম্য। এই গীত বেতোফেনের সোনাটা বা সিমফনির সাথে তুলনীয়। তাঁর গীতে সিমফনিই শব্দরূপ পেয়েছে।

তিনি ঈস্কিলাসের সমসাময়িক। ঈস্কিলাস অভিজাততনয় হয়েও নতুন মূল্যবোধ গ্রহণ করেছেন। ম্যারাথন থার্মপলি মালামিস তাঁর দৃষ্টি খুলে দেয়। ফলে তিনি মানুষের অপরিসীম বেদনা সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। আর এরই রূপ দিয়েছেন ট্র্যাজেডিতে এবং বিশ্বের সেরা ট্র্যাজডি রচয়িতারূপে আজও তিনি নন্দিত। অথচ অভিজাততনয় পিন্ডার প্রচলিত মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে রইলেন। তাই তাঁর কবিতায় নতুন ভাবনা-চিন্তার পরিচয় মেলে না। তবু বলতে হয়, শব্দের বিন্যাসে, ভাষা সৌন্দর্যে, চিত্রের উজ্জ্বলতায়, উপমার প্রয়োগে, সংগীত-সুষমায় তাঁর কবিতা অপূর্ব—অনবদ্য। শুধু প্রাচীনকালের গ্রীসের নয়, একালের বিশ্বেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকবি।

এ-কারণেই উত্তরসূরীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়—বিশেষ করে ল্যাটিন সাহিত্যে হোরেস, জার্মান সাহিত্যে গ্যেটে, ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কীটস-গ্রে, ফরাসি সাহিত্যে রোনসার্ড প্রমুখর মধ্যে।

পাঁচ

একতান ধারায় সর্বশেষ কবি বাকসিলিডেস। তিনি সাইমনিডেস-এর ভাগ্নে এবং পিন্ডারের চাইতে ১০/১২ বছরের ছোট। এঁদের সাথে তিনি ঘটনাক্রমে হীরোর দরবারে বাস করেন। স্বভাবতঃ তাঁর মধ্যে এঁদের প্রভাব লক্ষ করা

যায়। তিনি গ্রীসের নানা অঞ্চলের—কিয়স, এথেন্স, থেসিলি, সাটব্যকুস ইত্যাদি—জীবিত লোক নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এতে সুস্পষ্ট সমগ্র গ্রীসে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি শান্তির সপক্ষে কবিতা লিখেছেন। তাঁর আছে বিজয়-গীতি, আসব-গীতি, অভিনন্দন-গীতি। তাঁর অন্ত্যেষ্টি গীতির মধ্যে বিষাদ-কাতরা তার পরিচয় মেলে। বিগত শতকে আবিষ্কৃত হয়েছে তিনি হীরো-র বিজয় কীতর্ন করে গীত লিখেছেন—যেমন করেছেন পিন্ডার প্রথম অলিম্পিক গীতে।

পিন্ডারের চাইতে তাঁর রচনাশৈলী অনেক সরল, যদিও মিশ্র শব্দের জন্য তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। পিণ্ডারের মতো তিনি এপিথেট বা বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। পিন্ডার তাঁর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করেননি। বলেছেন, উল্লুক আর দাঁড় কাক। তবে এ সমর্থন করা যায় না। আসলে তিনি পিন্ডারকে তুলনা করেছেন ঈগল বা বাজ পাখির সাথে।

তাঁর সাথে শেষ হয়ে গেল গ্রীসের তিনশ' বছরের ঐতিহ্যবাহী গীতিকবিতার যুগ। এরপর এলো নাটকের যুগ—বিশ্ব সভ্যতায় হেলেনিক সভ্যতার অপূর্ব অবদান।